তারিখ ... ১১।৩।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৮ ...

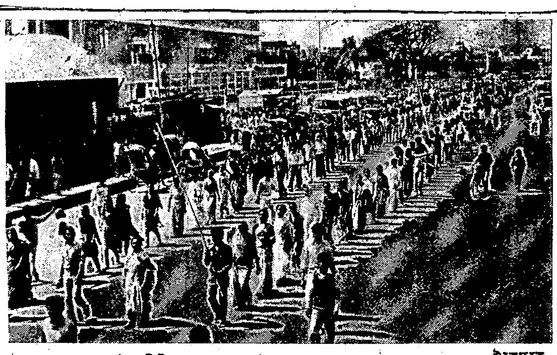

ঢাকার রাজপথে মৌন মিছিল —ইত্তেফাক

নগরীতে মৌন মিছিল গায়েবানা জানাজা

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

মঙ্গলবারের ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় শোকার্ত ছাত্র-শিক্ষক-আইনজীবী ও রাজনীতিকরা গতকাল (বুধবার) রাজধানীতে গায়েবানা জানাজা, শোক সমাবেশ, মৌন ও শোক মিছিলের মাধ্যমে নিহত ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক সমাবেশের পর ছাত্র-কর্মচারী-শিক্ষকদের শোক মিছিল রাজধানী পরিক্রমন করে। দুপুরে সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজার পর আইনজীবীদের শোক মিছিল রাজপথে বাহির হয়। বিকালে ১৫ দলের সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় গায়েবানা জানাজা। জুরাইনে বিএনপির সমাবেশেও গায়েবানা জানাজা সম্পন্ন হয়। এদিকে সমাজের প্রায় সকল স্তরের বুদ্ধিজীবী মহল ও বিভিন্ন সংগঠন মিছিলের উপর গাড়ী তুলিয়া দেওয়ার ঘটনার জন্য দায়ীমহলকে ধিক্কার দিয়াছেন। পুলিশ নিহত দুইজন ভার্সিটি ছাত্রের লাশ স্বজনের হাতে হস্তান্তরের পর দাফনের জন্য লাশ বরিশাল ও পটুয়াখালীতে প্রেরিত হয়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নিহত ছাত্রদের স্মরণে গতকাল (বুধবার) কালো পতাকা হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের শোকমিছিল রাজধানীর কেন্দ্রস্থলের রাজপথ পরিক্রম করে। ছাত্র-শিক্ষকগণ মিছিলের আগে কলাভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শোক-সমাবেশে এ ঘটনাকে নৃশংস ও সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হিসাবে অভিহিত করিয়া বলেন, সমাজে ফ্যাসিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটিতেছে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের আহ্বানে ও ভাইস চ্যান্সেলরের ভাষণে যে কোন মূল্যে ভার্সিটি খোলা রাখার দাবী ও সংকল্প ব্যক্ত হয়। তবে ভাইস চ্যান্সেলর সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেনঃ ডাকসু সহ-সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামান, সূর্যসেন হলের প্রভোষ্ট ডঃ আবদুল আলিম, জহুরুল হক হলের প্রভোষ্ট ডঃ আলী নওয়াব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ডঃ আমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডঃ মসিহউজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার্স সমিতির সভাপতি শাহ হাবিবুর রহমান

আত্মীয়দের নিকট নিহত ছাত্রদ্বয়ের লাশ হস্তান্তর

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গাড়ী তুলিয়া দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দুইজন ছাত্র নিহত হন তাঁহাদের লাশ গতকাল (বুধবার) সন্ধ্যায় আত্মীয়দের নিকট হস্তান্তর করা হয়। নিহত দুইজনের একজন কাজী দেলোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় বর্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স ক্লাশের এবং অপরজন ইব্রাহিম সেলিম ইতিহাস বিভাগের শেষ পর্বের ছাত্র। গতকাল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কড়া পুলিশ প্রহরাধীনে লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয়।

পুলিশের নিকট হইতে কাজী দেলোয়ারের লাশ গ্রহণ করেন তাঁহার বড়ভাই দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এর টাইপিষ্ট কাজী বজলুর রহমান ও ইব্রাহিম সেলিমের লাশ গ্রহণ করেন তাঁহার খালাত ভাই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সার্জেন্ট জেমার শফিউল্লাহ। নিহত দুইজন ছাত্রই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মান্নান-নানক) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। নিহত কাজী দেলোয়ার হোসেন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

(৮ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ ... ১১।৩।৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ৮ ...

সেলিম

দেলোয়ার

ছাত্রদ্বয়ের লাশ হস্তান্তর

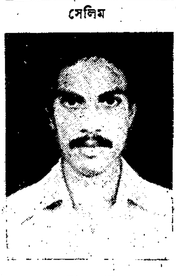

(১ম পৃঃ পর)

তাঁহার বাড়ী বরিশালের ভাণ্ডারিয়ায়।

পটুয়াখালীর অধিবাসী ইব্রাহিম সেলিম ইতিহাসের শেষ বর্ষের ছাত্র। তিনি সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটনা সংঘটিত হইবার পর হইতেই নিহত ছাত্র দুইজনের লাশ পুলিশ হাসপাতালের মর্গে কড়া প্রহরাধীনে রাখা হয়। গতকাল এই হাসপাতালে চিকিৎসাপ্রার্থী পুলিশদেরও ভিতরে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই। দুপুরে রমনা পুলিশের প্রহরায় ছাত্রদের লাশ বিশেষ সতর্কতার সহিত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্তের জন্য নিয়া যাওয়া হয় এবং ময়না তদন্ত সমাধা করিয়া পুনরায় নিয়া গিয়া পুলিশ হাসপাতালে রাখা হয়। এখান হইতেই লাশ দুইটি আত্মীয়দের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

দুইটি লাশই লঞ্চযোগে বরিশাল ও পটুয়াখালি নিয়া যাওয়া হয়। তবে এই লাশগুলিতেও বিশেষ পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। দেলোয়ার ও সেলিমের লাশ আজ (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্নে তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রামে দাফন করা হইবে।

মঙ্গলবার ছাত্রদের প্রাণহানির ঘটনার জন্য দায়ী ঢাকা গ-৪৮২৪ নম্বর পুলিশ ভ্যানটি গতকাল দিবা

মৌন মিছিল

(১ম পৃঃ পর)

ও নিহত ছাত্র দেলোয়ার হোসেনের বড় ভাই জনাব হাবিবুর রহমান।

সভাপতির ভাষণে প্রফেসর শামসুল হক মঙ্গলবারের ঘটনাকে বর্বরোচিত বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া বলেন, অতীতে এমন ঘটনার নজীর নাই। বিশ্ববিদ্যালয় ও হলসমূহে 'রেইড' হইতে পারে বলিয়া গুজবের প্রেক্ষিতে তিনি বলেনঃ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখিতে চেষ্টা করা হইবে।

জনাব আখতারুজ্জামান বলেন, সামরিক আইন ভঙ্গ হইয়া থাকিলে আমাদিগকে সম্মুখ হইতে গুলী করিতে পারিত কিন্তু পিছন দিক হইতে সুপরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখার হুকুম আসিলেও উপাচার্যের সচিবালয়ের নির্দেশে যেন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা হয়। জনাব আখতারুজ্জামান অবিলম্বে তদন্ত কমিটি গঠন, নিহতদের ক্ষতিপূরণ দান, গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর নিশ্চয়তা বিধানের দাবী জানান। প্রসঙ্গত তিনি অদ্যকার হরতাল সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাশেষে একটি সুদীর্ঘ মিছিল বাহির করা হয়। দুই সারির শোক মিছিলটি কালো পতাকা অগ্রভাগে রাখিয়া শহীদ মিনার, মেডিক্যাল, চানখার পুল, ফুলবাড়িয়া, গুলিস্তান, মতিঝিল, পল্টন, তোপখানা রোড, কার্জন হল হইয়া পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জনহল প্রাঙ্গনে গিয়া সমাপ্ত হয়। রাজধানীতে ঘন্টাব্যাপী এই মিছিল পরিক্রমণ কালে ছাত্ররা যানবাহন বন্ধ রাখিয়া বৃহস্পতিবার হরতাল পালনের আহ্বান জানান।

সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সদস্যগণ গতকাল (মঙ্গলবার) শোকসভা, জাতীয় প্রেসক্লাব অবধি মৌন শোক মিছিল করে। গত মঙ্গলবার ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালে 'বর্বরোচিতভাবে দুইজন ছাত্রকে ট্রাকচাপা দিবার' নিন্দা করিয়া সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি উহাকে ষড়যন্ত্রমূলক হত্যাকাণ্ড বলিয়া অভিহিত করে।

সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির উদ্যোগে গতকাল দুপুরে সমিতি মিলনায়তনে এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তাগণ সরকারী প্রেসনোটকে 'সর্বৈব মিথ্যা' বলিয়া বর্ণনা করেন। ডঃ আলীম আল রাজী, শাহ আজিজুর রহমান, ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ, ব্যারিষ্টার শওকত আলী খান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, হুমায়ুন হোসেন খান, সৈয়দ সিরাজুল হুদা প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব শামসুল হক চৌধুরী।

সভা শেষে নিহতদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতি সভাপতির নেতৃত্বে মৌন মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে পৌঁছিলে কর্মরত সাংবাদিকদের কাছে এসোসিয়েশনের সভাপতি শামসুল হক চৌধুরী গত মঙ্গলবারের ঘটনাকে নজিরবিহীন বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সমাজ এখন বসবাসের অনুপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। ছাত্ররা আমাদেরই সন্তান, যেভাবে পিছন হইতে গাড়ী উঠাইয়া হত্যা করা হইয়াছে, উহার নিন্দা করার ভাষা নাই।

নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ হইতে সংবাদদাতা জানানঃ হরতালের সমর্থনে নারায়ণগঞ্জ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গতকাল বিকালে এক বিক্ষোভ মিছিল বাহির করা হয়। মিছিলকারীরা হরতালের সমর্থনে বিভিন্ন শ্লোগানসহকারে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জ পুলিশ গত মঙ্গলবার গভীর রাতে শহরের বিভিন্ন স্থান হইতে ২৬ জন যুবককে গ্রেফতার করে। দুইটি জীপে করিয়া যুব সংহতির কর্মীরা হরতালে অংশগ্রহণ না করার জন্য আহ্বান জানায়।